১ করি ১৪:৩৩ আয়াতে দাঁড়ি/পূর্ণ বিরতিটি কি পরিবর্তন সাধন করে?

অনেক! আসল গ্রীক পান্ডুলিপিতে কোন প্রকার বিরামচিহ্ন-কমা,প্রশ্নবোধকচিহ্ন,উধৃতি,ব্যবহার হয়নি। এই ভাষাগত বিবরণ হয়তো মনে হতে পারে সাধারণ বিষয়, কিন্তু এটি অনুবাদে এবং অর্থে বিশাল পরিবর্তন আনতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, ১ করিন্থীয় ১৪:৩৩ আয়াতে পৌলের দেয়া নির্দেশনাতে দাঁড়ি বা পূর্ণ বিরতিটি অর্থ পরিবর্তন করে দিতে পারে:

মূল শব্দ

কোন বিরামচিহ্ন নাই

অনুবাদকদের অবশ্যই ভেবে সিদ্ধান্ত নিতে হবে

"আল্লাহ্ বিশৃঙ্খলার আল্লাহ্ নন, তিনি শান্তির আল্লাহ্।
আল্লাহ্‌র বান্দাদের সব জামাতে যেমন হয়ে থাকে" সেইভাবে স্ত্রীলোকেরা জামাতে চুপ করে থাকুক"

অথবা

কেননা আল্লাহ্ গোলযোগের আল্লাহ্ না, কিন্তু শান্তির - যেমন আল্লাহ্‌র সমস্ত জামাতে হইয়া থাকে। স্ত্রীলোকেরা জামাতে নীরব থাকুক।

পৌল কি বলতে চেয়েছিলেন নারীরা নীরব- নাকি জামাত শান্তিপূর্ণ ?

যেহেতু দাঁড়ির অস্তিত্ব ছিল না, তাই অনুবাদকদের সিদ্ধান্ত নিতে হয়েছিল, কোথায় প্রতিটি দাঁড়ি ব্যবহার করতে হবে। বিভিন্ন অনুবাদে দাঁড়ি ভিন্ন জায়গায় দেয়া হয়েছে। *যেমন পবিত্রগণের সমস্ত জামাতে হইয়া থাকে,* বাক্যাংশটি আগের কালামের সাথে সংযুক্ত নাকি পরের অংশের সাথে? শান্তির- পরে দাঁড়ি হলে অর্থ দাঁড়ায় যে নারীরা জামাতে চুপ থাকবে। কিন্তু *হইয়া থাকে। -*এর পরে দাঁড়ি বসলে বোঝায় যে সমস্ত জামাতে আল্লাহ্ শান্তির আল্লাহ্। এই দাঁড়ি একটি বিশাল পরিবর্তন সাধন করে। কিন্তু আমরা কিভাবে বুঝবো কোনটি সঠিক?

আমরা কিভাবে জানবো..

১. ১ করি ১৪ রুকুতে, পৌল তিন ধরনের লোকদেরকে চুপ করাচ্ছেন; পরভাষায় কথা বলা লোকেরা, ভাববাদী ও নারী। এবং তিনি তিন ধরনের লোকদেরকে মুক্ত করছেন- নারী, ভাববাদী, পরভাষীদের। (১ করি ১৪ রুকুতে কি কোন বাক্যালংকার ব্যবহার করা হয়েছে? কাকে নিশ্চুপ করা হয়েছে? এই ওয়ান পেজারটি দেখুন)
এই কঠোর চিয়াজম, বাক্যালংকার কাঠামোতে, পৌল জামাতকে চারবার তার মূল বিষয়টিকে মনে করিয়ে দিয়েছেন: জামাতকে শক্তিশালী হতে হবে(১৪:২৬), শান্তিপূর্ণ(১৪:৩৩), অজ্ঞ নয় (১৪:৩৭-৩৮), শৃঙ্খলাপূর্ণ (১৪:৪০)। স্পষ্টতই *পবিত্রগণের সমস্ত জামাত* দ্বারা জামাতের বৈশিষ্ট্য বর্ননা ও নির্দেশাবলি দেয়া হয়েছে। প্রতিটি জামাতই আল্লাহের শান্তি ও শৃঙ্খলার মধ্যে থাকবে।

২. কিতাবীয় ব্যাকারণের, প্রথম করিন্থীয় ১১ রুকুতে পৌল নির্দেশনা দিয়েছেন, কিভাবে নারীরা ভবিষ্যদ্বাণী ও মোনাজাত করার সময় ব্যবহার আচার করবে, চলাফেরা করবে। পৌল অবশ্যই ভুলে যাননি যে কয় রুকু আগেই তিনি নারীদেরকে কিভাবে লোকসমাগমে আরাধনা করতে হয় তার শিক্ষা দিয়েছেন, আবার কয়েক রুকু পর আবার বলবেন যে তারা বাইরে চুপ থাকবে।

৩. আপনার মন কি বলে আল্লাহ্ সবসময়ে, সব নারীদের, সব জামাতে সব জাতি, সব প্রজন্মে চুপ থাকতে বলবেন? যদি তাই হতো, তাহলে কোন নারী গান গাইতো না, আত্মসাক্ষ্য দিত না, উচ্চস্বরে মোনাজাত করতো না, শিশুদের শিক্ষা দিতো না, ঘোষণা দিতো না, এবং কখনো তবলিগ করতো না। সঙ্গত হোন।

পৌল ৪ বার "শৃঙ্খলাপূর্ণ আরাধনায়"-গুরুত্ব দিয়েছেন

উপসংহার

পৌল সম্পূর্ণ রুকু জুড়ে শৃঙ্খলাপূর্ণ আরাধনাকে গুরুত্ব দিয়েছেন। যখন ১ করি ১৪ রুকুকে একটি চিয়াজম/বাক্যালংকার হিসেবে দেখা হয় যা চারটি অনুস্মারক ব্যাখ্যা করা হয় যে কিভাবে শান্তিপূর্ণ আরাধনা করা উচিত। তখন পৌলের বিষয়টি স্পষ্ট। দাঁড়িটি শান্তির পরিবর্তে সমস্ত জামাতের পরে হলে যুক্তিসঙ্গত হবে। প্রতিটি জামাত আল্লাহের শান্তি এবং শৃঙ্খলাকে প্রদর্শন করা উচিত।

৪ টি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন

১.এই পৃষ্ঠাটি **আল্লাহ্** সম্পর্কে আমাদেরকে কি শেখায়?

২.**জাতি বা লোক** সম্পর্কে কি শিক্ষা দেয়?

৩.আমি কোন আদেশটি **পালন** করবো?

৪. আমি এটি কার কাছে **বলতে** পারি?